মলিনা • প্রগতি
নির্ম্মল কুমার
নীতিশ • বীরেন
শোভা • গুরুদাস
ছায়া দেবী
নবকুমার
ও নবাগতা
শুক্লা সেন
অভিনীত

স্ক্রীন প্রোডাকসন্সের নিবেদন

শুভলগ্ন

প্রযোজনা
মণিলাল শ্রীবাস্তব

পরিচালনা : মধু বসু

সঙ্গীত
বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী

পরিবেশনা
মেহতা সিনে কর্পোরেশন

স্ক্রীন প্রডাকসন্স নিবেদিত

শুভলগ্ন

শ্রীমতী লিলি দেবী রচিত "যে শুভ ক্ষণে মম" অবলম্বনে

প্রযোজনা—মণিলাল শ্রীবাস্তব

সংলাপ—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
গীতিকার—প্রনব রায় ও শ্যামল গুপ্ত
চিত্র গ্রহণ—জি, কে, মেহতা
শব্দ গ্রহণ—বাণী দত্ত
সম্পাদনা—শ্যাম দাস ও শিব ভট্টাচার্য্য
প্রচার—ক্যাপ্‌স্‌
ব্যবস্থাপনা—মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
শিল্প নির্দ্দেশ—বিজয় বসু

রূপসজ্জা—দেবী হালদার
পট শিল্পী—অমিতাভ বর্দ্ধন
স্থির চিত্র—ষ্টীল ফটো সার্ভিস
নৃত্য পরিচালনা—সাধনা বসু
সঙ্গীত অনুস্থতি—সুর ও শ্রী
আলোক সম্পাত—হরেন গাঙ্গুলী
সাজ সজ্জা—বৈজুরাম শর্ম্মা
স্টুডিও ব্যবস্থাপনা—অনাথনাথ মুখোঃ

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—মধু বসু

সঙ্গীত—বীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী (গৌরিপুর)

সহকারীবৃন্দ

সঙ্গীত—শৈলেন রায়, পরিচালনা—বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়, শিব ভট্টাচার্য্য, চিত্র গ্রহণ—সর্ব্বেশ্বর শেঠ, শব্দ গ্রহণ—ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদনা—রাম সাউ, ব্যবস্থাপনা—বাদল বসু, আলোক সম্পাত—সুধীর, অভিমন্যু, সুদর্শন, অবনী, দুখী, বুমম্যান—পাঁচু মণ্ডল।

ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে আর, সি-এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

ও

বেঙ্গল ফিল্ম লেবরেটরীতে পরিস্ফুটিত

—কৃতজ্ঞতা স্বীকার—

ইষ্টার্ণ কারপেটস্‌, রেব্রিজেরেটরস্‌ (ইণ্ডিয়া) লিঃ, সাহা এণ্ড কোঃ জুয়েলার।
অক্ষয় কুমার লাহা—১নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট।

পরিবেশক—মেহতা সিনে করপোরেশন

৫৬, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা

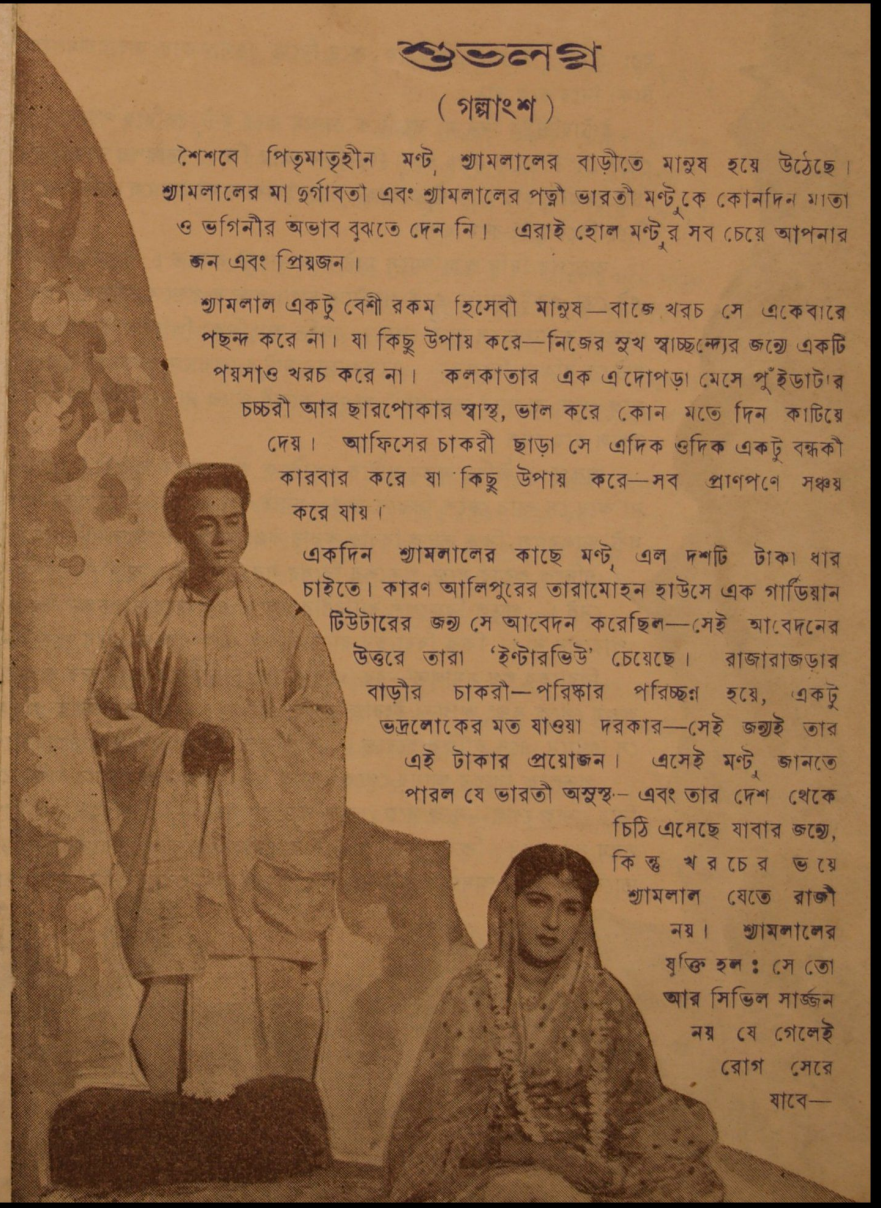

শুভলগ্ন

(গল্পাংশ)

শৈশবে পিতৃমাতৃহীন মণ্টু শ্যামলালের বাড়ীতে মানুষ হয়ে উঠেছে। শ্যামলালের মা দুর্গাবতী এবং শ্যামলালের পত্নী ভারতী মণ্টুকে কোনদিন মাতা ও ভগিনীর অভাব বুঝতে দেন নি। এরাই হোল মণ্টুর সব চেয়ে আপনার জন এবং প্রিয়জন।

শ্যামলাল একটু বেশী রকম হিসেবী মানুষ—বাজে খরচ সে একেবারে পছন্দ করে না। যা কিছু উপায় করে—নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে একটি পয়সাও খরচ করে না। কলকাতার এক এঁদোপড়া মেসে পুঁইডাটার চচ্চরী আর ছারপোকার স্বাস্থ, ভাল করে কোন মতে দিন কাটিয়ে দেয়। আফিসের চাকরী ছাড়া সে এদিক ওদিক একটু বন্ধকী কারবার করে যা কিছু উপায় করে—সব প্রাণপণে সঞ্চয় করে যায়।

একদিন শ্যামলালের কাছে মণ্টু এল দশটি টাকা ধার চাইতে। কারণ আলিপুরের তারামোহন হাউসে এক গার্ডিয়ান টিউটারের জন্য সে আবেদন করেছিল—সেই আবেদনের উত্তরে তারা 'ইণ্টারভিউ' চেয়েছে। রাজারাজড়ার বাড়ীর চাকরী—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে, একটু ভদ্রলোকের মত যাওয়া দরকার—সেই জন্যই তার এই টাকার প্রয়োজন। এসেই মণ্টু জানতে পারল যে ভারতী অসুস্থ—এবং তার দেশ থেকে চিঠি এসেছে যাবার জন্যে, কিন্তু খরচের ভয়ে শ্যামলাল যেতে রাজী নয়। শ্যামলালের যুক্তি হল: সে তো আর সিভিল সার্জ্জন নয় যে গেলেই রোগ সেরে যাবে—

বরং পাঁচটা টাকা মণিঅর্ডার করে দিচ্ছে, ওখানকার কবরেজমশায় কিংবা ডাক্তারকে দেখালেই সেরে যাবে। আর অনুরোধ করা বৃথা ভেবে মণ্টু টাকা নিয়ে চলে যায়।

ইণ্টারভিউর দিন মা কালীকে প্রণাম করে মণ্টু বেরিয়ে পড়ল। ট্রাম ষ্টপে দাঁড়িয়ে প্রথমেই বাধা পেল। একটি সুন্দরী তরুণী মোটর চালিয়ে যেতে যেতে তাকে প্রায় চাপা দিয়েছিল আর কি! তারপর রাজবাড়ীর গেটের কাছে আর এক বাধা—দারোয়ান ঢুকতে দেবে না। সে ইণ্টারভিউর চিঠি দেখতে চায়! মণ্টুর আত্মসম্মানে আঘাত লাগায় সে প্রতিবাদ জানায়—এমন সময় এই রাজবাড়ীরই ছেলে অরূপ এসে তাকে সাদরে ভেতরে নিয়ে গিয়ে ড্রইং-রুমে বসায়।

অরূপের দিদি শুক্লা আসে মাষ্টারকে যাচাই করতে। শুক্লাকে দেখেই মণ্টুর মনে হোল—এ মুখ সে কোথায় যেন দেখেছে! তারপর মনে পড়ল এই তো একটু আগে এরই গাড়ীতে চাপা পড়তে-পড়তে বেঁচে গেছে। কথাটা ভাবতে ভাবতে কয়েক মুহূর্ত্ত অন্যমনস্ক হয়ে পড়ায় সামান্য ভদ্রতাসূচক নমস্কার করতেও সে ভুলে গেল। অতি আধুনিকা শিক্ষিতা সুন্দরী রাজকুমারী এটাকে অভদ্রতা বলেই মনে করলেন। কথায় বার্ত্তায় সেইটাই তিনি মণ্টুকে বুঝিয়ে দিলেন। এরপর আর মণ্টুর সেখানে থাকা চলে না—সে উঠে চলে আসতে চাইল, কিন্তু অরূপ বাধা দিল। সে বললে: রাণীমার সঙ্গে দেখা না করে তার বাড়ী যাওয়া হতেই পারে না। রাণীমার মণ্টুকে দেখে খুব পছন্দ হোল—মণ্টুও অরূপ এবং ঊর্ম্মির গার্ডিয়ান টিউটারের পদে বহাল হয়ে গেল।

অরূপ ও ঊর্ম্মির নতুন মাষ্টার মশাইকে খুব ভালই লাগল। প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই মণ্টু গেল দেশে—তার প্রতিজ্ঞা ছিল নিজে রোজগার না করে সে আর দেশে ফিরবে না। সবাই খুশী—দুর্গাবতী ভারতী বিশেষ করে তার ছোটবেলার খেলার সাথী ধনী মাধব রায়ের কন্যা রমা। রমাকে মণ্টু ভালবাসে, কিন্তু তাকে বিবাহ করার কথা ভাবতেও পারে না—পাছে তার দারিদ্রের গ্লানি কোনদিন রমার জীবনে দুঃখের কালো মেঘ ডেকে আনে।

এদিকে শুক্লার সঙ্গে প্রতুলের বিয়ের সব ঠিকঠাক। স্বাধীনা নৈশক্লাব-বিহারিণী শুক্লার মতের বিরুদ্ধে কথা বলার ক্ষমতা কারও নেই—রাণীমারও নেই। প্রতুল ব্রিফলেশ ব্যারিষ্টার জেনে এবং তার চালচলন সম্বন্ধে বহু বিরুদ্ধ আলোচনা শুনেও রাণীমা বা রাকাবাবু এ বিবাহ বন্ধ করতে পারলেন না। কিন্তু বিবাহের রাত্রে ঘনিয়ে এল এক অপ্রত্যাশিত চরম বিপদ।

বিবাহের লগ্ন সমাগত—বর এসে গেছে, চারিদিকে আনন্দের কল-কোলাহল। এমন সময় এঁদেরই এটর্নী মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে এসে হাজির হল লণ্ডন থেকে সদ্যঃ আগতা ইংরাজ তরুণী এঞ্জেলা। এই মেয়েটিকে প্রতুল বিলেতে থাকাকালীন প্যারিসে বিয়ে করেছিল। অনেক খোঁজ খবর করে সে এখানে এসে হাজির হয়েছে। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে marriage certificate এবং বিলেতে ওদের একসঙ্গে তোলা ছবি।

প্রতুলকে বিয়ের আসর থেকে ডেকে নিয়ে এলেন রাকাবাবু রাণীমার কাছে—প্রতুলকে সেই মুহূর্ত্তে বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হল এঞ্জেলাকে নিয়ে। বিয়ে ভেঙ্গে গেল—সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে পড়লেন রাণীমা। এদিকে এই বিপদ. লগ্ন বয়ে যায়—এই লগ্নে মেয়েকে পাত্রস্থ করতে না পারলে বংশের মান সম্ভ্রম সব যায়। কিন্তু কেউ কি নেই রাণীমার এই কাতর প্রার্থনায় সাড়া দিতে? কিন্তু রাণীমার মান সম্মান বংশের মর্যাদা রক্ষা করতে যে এগিয়ে এল তাকে কতখানি অসম্মান ও অনাদরের বোঝা মাথা পেতে নিতে হল—তারই ঘাত-প্রতিঘাত, মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়ে গড়ে উঠেছে "শুভলগ্নে"র চিত্ররূপ।

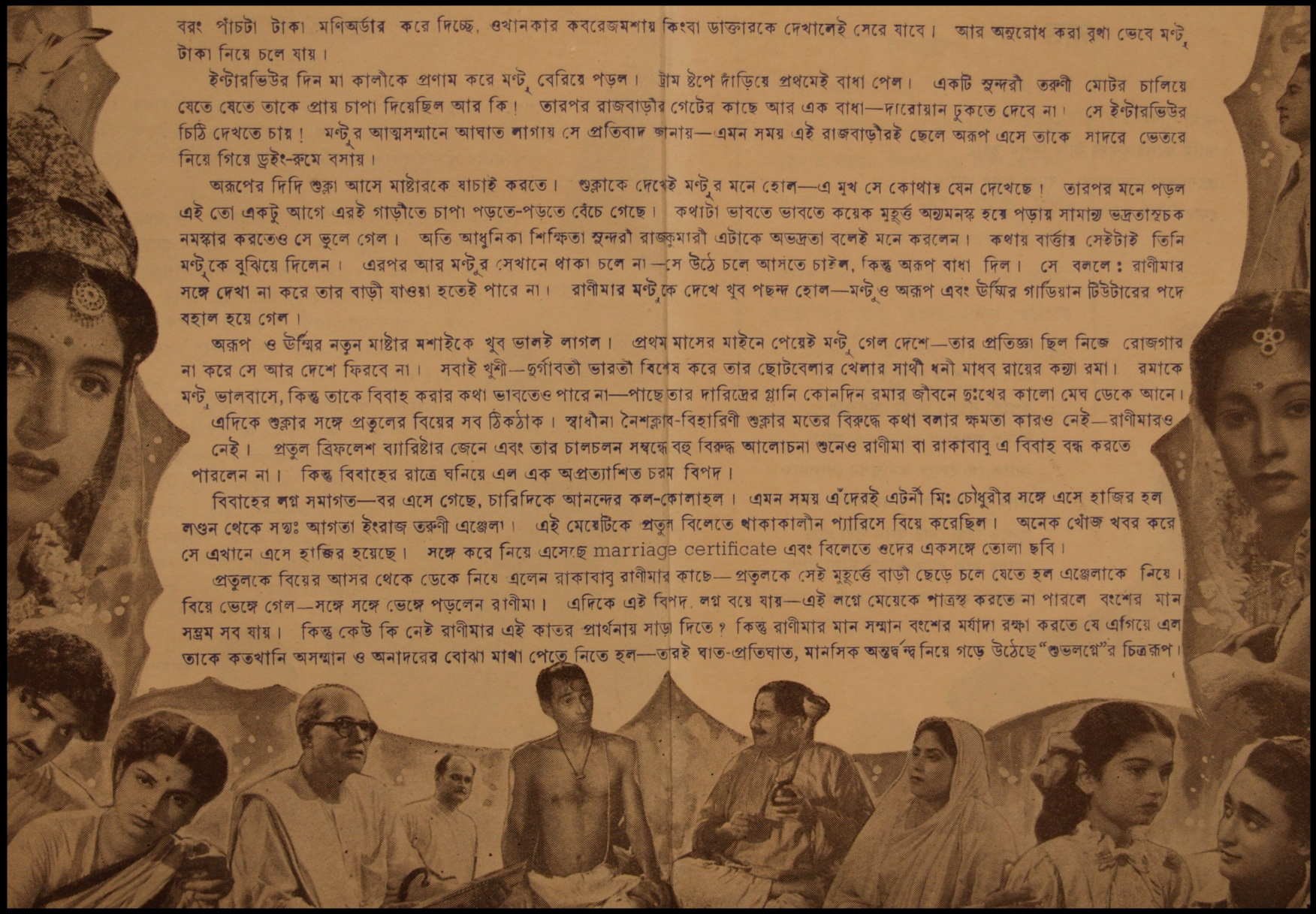

গান

(১)

ওগো পূর্ণিমা চাঁদ, তুমি থেকোনা সরে
আমি জলের কুমুদী কাঁদি মিলন তৃষায়,
এসো নয়ন ভোলানো—বাঁধো বাহুর ডোরে
মোর মিটাও মনের সাধ এ মধুনিশায়

(২)

হৃদয় যেন আজ হারায়ে যেতে চায়
রূপালী সন্ধ্যায় সুরের অলকায়।
চাঁদের অনুরাগে নয়নে মায়া লাগে
দোলে গো দোলে মন স্বপন দোলনায়।
জানি না কি আশায় ধরার ধূলি 'পরে
পুলকে হিয়া মোর স্বপন পুরী গড়ে
মোহন মায়া রাতে তারার মালা গাঁথে
মেতেছে মন মোর জানি না কি খেলায়॥

রূপায়ণে

মলিনা, প্রণতী, ছায়া দেবী, শোভা সেন, তপতী, গুরুদাস, নির্ম্মলকুমার, নীতিশ, নবকুমার, বীরেন, উৎপল দত্ত, প্রীতি মজুমদার, ডাঃ হরেন, অমর মল্লিক, বুলবুল, তুলসী লাহিড়ী, ছবি ঘোষাল, অজিত প্রকাশ, নৃপতি, ৺নরেশ বসু, ধীরাজ দাস, নরেন চক্রবর্ত্তী, জয়শ্রী কর, বাণী হাজরা, বিভা ভট্টাচার্য্য কণা চক্রবর্ত্তী, কমলা বসু, দীলিপ, দীপ্তেন্দু, মাঃ সতু, হরিপদ।

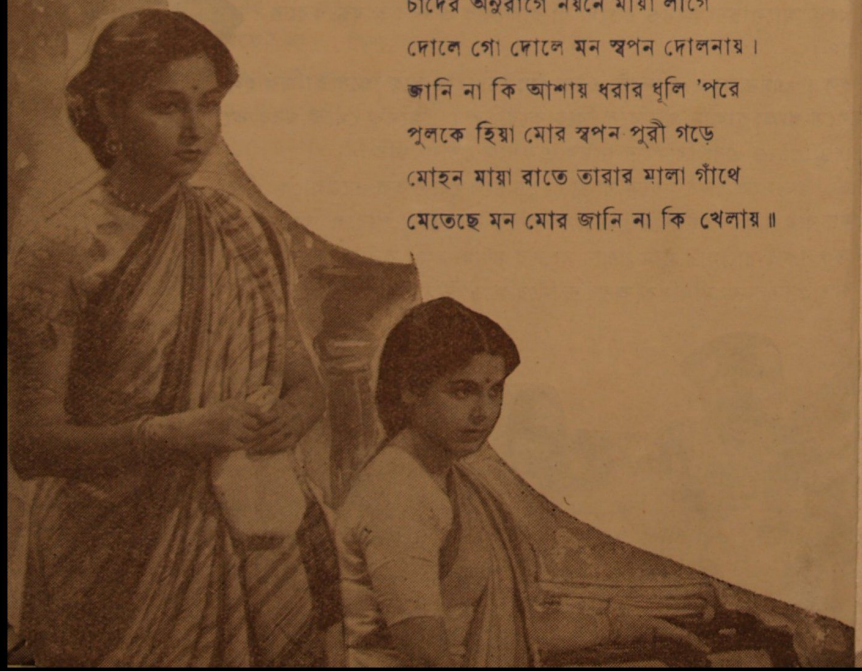

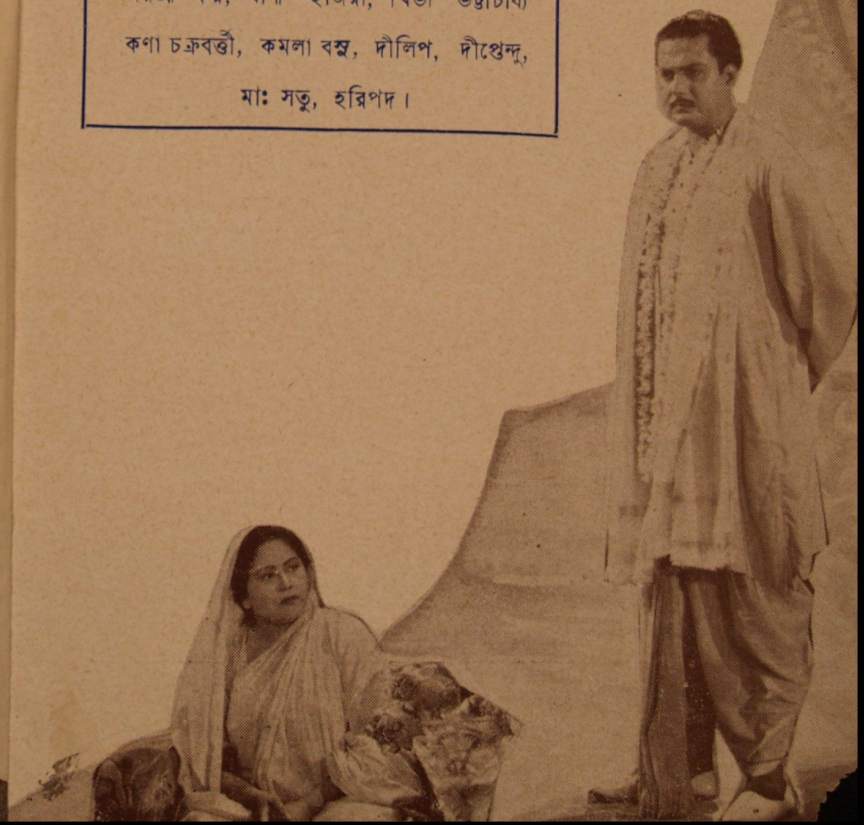

ক্যাপ্‌সের পক্ষ হইতে রবি বসু কর্তৃক সম্পাদিত, মেহতা সিনে করপোরেশন,
৫৬, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও জুবিলী প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।